R.N NO. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার – সম্পাদক

১০১ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২রা অগ্রহায়ণ ১৪২১
১৯শে নভেম্বর, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জঙ্গিপুর মহকুমায় তৃণমূলে কে কোথায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৮ নভেম্বর তৃণমূল কংগ্রেসের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পূর্ণাঙ্গ অনুমোদন চূড়ান্ত করা হলো। জঙ্গিপুর মহকুমা থেকে সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন সোমেন পাণ্ডে এবং সাধারণ সম্পাদক মুক্তিপ্রসাদ ধর ও পরেশ সরকার। মহঃ ফুরকান জেলা মাধ্যমিক শিক্ষাসেলের সভাপতি হিসাবে শুধুমাত্র সদস্য রয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্ব কমানো হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। ইমানি বিশ্বাসকে জেলা আহ্বায়ক করে রাখা হয়েছে। সম্ভবতঃ তাঁরও ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছে। সদ্য কংগ্রেস থেকে আগত মঞ্জুর আলিকে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের সভাপতি, রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকে ইমাজুদ্দিন বিশ্বাস, সামশেরগঞ্জ ব্লকে কাওসার আলি, সুতি-১ ও সুতি-২ ব্লকে যথাক্রমে জিয়ারত সেখ এবং ওবাইদুর রহমান, ফরাক্কা ব্লকে লুৎফর

(শেষ পাতায়)

লেবেল ক্রশিং বন্ধ হলে রেলযাত্রী ও আশপাশের লোকেদের দুর্গতি বাড়বে

নিজস্ব সংবাদদাতা : বহু প্রতীক্ষিত জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশন লাগোয়া মিঞাপুর ওভার ব্রীজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন না হলেও যানবাহনের সুবিধার্থে সেটি সম্প্রতি চালু করা হয়েছে। তবে ফ্লাইওভারে কোন ফুটপাথ বা গার্ডওয়াল এখনও তৈরী হয়নি। পোল বসলেও এখনও সেখানে বিদ্যুৎ চালু হয়নি। তৈরী হয়নি লাইনের ওপারে রেলযাত্রীদের ষ্টেশনে যাবার জন্য সিঁড়ি। ওভার ব্রীজের ওপর দিয়ে ষ্টেশন যেতে হলে বাণীপুর হয়ে ঘুরে আসতে হবে ষ্টেশন অভিমুখে। ট্যাক্সি ছাড়া সেখানে কোন স্বাচ্ছন্দ্য নেই। বর্তমানে ঐ অঞ্চলে কানাঘুষা চলছে মিঞাপুর লেবেলক্রসিং স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে।

(শেষ পাতায়)

এখানে অটোর দৌরাত্ম্য দেখতে কেউ নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : বহরমপুর, মালদা বা শহরতলীতে যাত্রী পরিবহনে অটো বা টুকটুক নিয়ে নানা সুব্যবস্থা চালু হলেও রঘুনাথগঞ্জে-জঙ্গিপুরে এদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে কেউ নেই কেন ? প্রশাসন এবং পুলিশ কি বলছে ? প্রতিটি অটো তীব্র গতিতে ছুটছে। ড্রাইভার তার ডান দিকে একজন, বাম দিকে দু'জন বসিয়ে নিজে ট্যারাবাঁকা হয়ে বসে কোনরকমে

(শেষ পাতায়)

বালিঘাটায় মদ-জুয়োয় পরিবেশ কলুষিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : পুলিশের ব্যাপক তৎপরতায় রঘুনাথগঞ্জের বালিঘাটা পল্লীতে মহরম উৎসব শান্তিতে শেষ হলেও সেখানকার পরিবেশের কোন উন্নতি দেখা যায়নি। মদ-মাতাল-জুয়ো এলাকার গরীব পরিবারগুলোকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। ঐ সব পরিবারের মহিলারা তাদের ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এলাকার কাউন্সিলার বিকাশ নন্দের হাত ধরে তদানীন্তন মহকুমা শাসক অরবিন্দ

(৩ পাতায়)

ফুলতলা সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স চালু হতে এখনও কিছু সময় লাগবে। বর্তমানে ঘরগুলোতে সাটার লাগানো চলছে। বিদ্যুৎ পরিষেবায় ট্রান্সফরর্মারের জন্য আবেদন জমা দেয়া হয়েছে। শেষ পর্যায়ে রঙের কাজ শুরু হবে। ঐ এলাকার ব্যবসায়ীদের

(৩ পাতায়)

লোকগানের নতুন সিডি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের মানিক চট্টোপাধ্যায় লোকগানের ওপর তাঁর প্রথম সিডির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন ৮ নভেম্বর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। দাদাঠাকুর রচিত দুটি গানও ঐ সিডিতে স্থান পেয়েছে বলে জানা যায়। ঐ অনুষ্ঠানে জনপ্রিয় আলকাপ শিল্পী মাহাতাব-উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে মানিকবাবু দাদাঠাকুরের উপর একটি অ্যালবামের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা যায়।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪২১

অস্তিত্বের সংকট

বর্তমানে সমগ্র পৃথিবী ত বটেই আমাদের ভারতবর্ষেও মানবের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন। এই সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক, বৈজ্ঞানিক সকলেই বলিতেছেন মানবের অস্তিত্বের যে সংকট বর্তমানে দেখা দিয়াছে তাহার মূল কারণ জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দূষণ প্রভৃতি। অন্যান্য ধনী রাষ্ট্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের দেশের অবস্থাটা চিন্তা করিলে বেশ বোঝা যায় আমাদের সংকটটি বিশেষ ভয়াবহ। আমাদের দেশে জীবনসংগ্রাম পর্ব ক্রমাগত জটিল আকার ধারণ করিতেছে। জলবায়ু আকাশ বাতাস ক্রমশঃ দূষিত হইয়া উঠিতেছে। লোক সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাসোপযোগী ভূমির প্রয়োজনে বনভূমি সংকুচিত হইতেছে। ফলশ্রুতি প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হইতেছে। বৃক্ষ শূন্য হওয়ায় বায়ুতে অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাস পাইয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধি ঘটাইতেছে। মানুষ আপন প্রয়োজনে নদী উপত্যকাও ব্যবহার করিতে থাকায় নদীর জলস্রোত সংকুচিত হইতেছে। মরুভূমি বিস্তার লাভ করিতেছে। অনবরতঃ ফসল চাষের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে ফসলের ক্ষেতও অনুর্বর হইয়া পড়িতেছে। ভূমধ্যস্থ জল উত্তোলনের কারণে জলস্তর নামিয়া যাইতেছে। ক্রমশঃ এমন অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে যে কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই মানুষ বসবাসের ভূমি খুঁজিয়া পাইবে না, প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যও উৎপাদিত করা সম্ভব হইবে না। তখন অনুদার পৃথিবী বৃক্ষ লতা বনভূমি শূন্য হইয়া এই মানব সভ্যতাকেই গ্রাস করিতে থাকিবে। এই সমস্যা লইয়া এই মুহূর্তেই চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। স্বাধীনতার পর হইতে আমরা দেশের দারিদ্র দূর করিবার জন্য যত চিন্তা করিয়াছি বা এখনও করিতেছি, ততটা কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষার জন্য চিন্তা করি নাই। আমরা সকল সময়ই ভাবিতেছি দারিদ্র দূর করিবার অর্থই হইল ধনী হওয়া। কিন্তু তাহাই যদি হইত তবে পৃথিবীর অন্যান্য ধনী রাষ্ট্রগুলির ত কোন সমস্যা থাকা উচিৎ নয়। কিন্তু চিন্তা করিলে এইটুকু বেশ বোঝা যায় যে সকলকেই ধনী করা সম্ভব নয়। আর ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইলেই মানব অস্তিত্ব রক্ষা পাইতে পারে না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা এই সংকট যথাযথ বুঝিয়া ছিল। সেই কারণে তাহারা যেটুকু না হইলেই নয়, সকলকে সেইটুকু প্রাপ্য মিটাইয়া দিবার চিন্তা করিয়াছিল। সেই মানসিকতা সৃষ্টির কারণে তাহারা মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল মানুষ জানোয়ার নয়,তাহাকে ডাইনোসর করিয়া গড়িয়া তুলিলে পরস্পরের মধ্যে খাওয়া খাওয়ি করিয়া একদিন তাহারা কিংবদন্তীতে পরিণত হইবে। ভাবিতে হইবে--মানুষের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ অক্সিজেন। বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড হইতে অক্সিজেন নিষ্কাষিত করিতে প্রয়োজন প্রচুর বৃক্ষ। সেই বৃক্ষ সৃষ্টি করিতে বনসৃজন প্রকল্প লইতে হইবে। শস্য চাষকে পরিমিত করিয়া পৃথিবীর সঞ্চিত জলকে সীমায়িত অবস্থায় রাখিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিতেই হইবে। বায়ু দূষণ রোধ, জল দূষণ রোধ প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করিতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন আত্মিক শক্তির বিকাশ, সকলকে লইয়া বাঁচিয়া থাকিবার মানসিক প্রস্তুতি। শিখিতে হইবে সেই 'Art of living together' মহামন্ত্র। নহিলে এই অস্তিত্বের সংকট রোধ সম্ভব নহে।

প্রকৃতি দেবীর চোর ধরা

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

"দুর্নীতিতে দেশ ভ'রে গেল, এই সব ঘুষখোর তস্করের দলকে নির্ম্মূল না করতে পারলে দেশের মঙ্গল নাই।" কথাটা প্রায় লোকের মুখেই শোনা যায়। কে এই দুর্নীতিপরায়ণদের নির্ম্মূল করিবে ? সরকার এই কাঙাল দেশের বহু টাকা ব্যয় করিয়া এক দুর্নীতিদমন বিভাগে অনেক নীতিবানকে পুষিতেছেন। আজ প্রায় ১৮ বৎসর হইতে স্বাধীন দেশের কর্ণধারগণ দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসরকারগুলির রাজ্যপালদের দেখিলে আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে দাবা-খেলার রাজার কথা মনে হয়--রাজা কিস্তি দিবার আগে একমাত্র আড়াই পদ চলে, তারপর সামনাসামনি হোক বা কোণাকুণি হোক এক ঘরের বেশী চলে না। মন্ত্রী সামনাসামনি বা কোণাকুণি যতদূর ইচ্ছা চলিতে পারে। প্রায় রাজ্যেই আইনসভা তো প্রধান মন্ত্রীর মুঠোর মধ্যে। দুর্নীতি দমনের উপায় আজ পর্য্যন্ত দেখা গেল না। যদিও কোনও সদস্য সত্যিকার একটা উপায় বাতলাইবার চেষ্টা পান, তিনি হাস্যস্পদ হইয়া ঠোঁট চাটিতে বাধ্য হন।

ঠিক হইল--দায়িত্বশীল ও উর্দ্ধতন সরকারী কর্ম্মচারিগণের ধনসম্পত্তি, ব্যক্তিগত অর্থ ও বিত্ত সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান করিতে হইবে। চাকরী প্রাপ্তির পুর্ব্বে তাঁহাদের দৌলতের পরিমাণ কি ছিল এবং চাকরী প্রাপ্তির পরে তাহার পরিমাণ কি হইয়াছে, তাহার হিসাব লইতে হইবে। প্রস্তাবটি যুক্তিসঙ্গত ও সময়োপযোগী কার্য্যকরী। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে দুর্নীতির হদিস (৩ পাতায়)

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বাসে ভরা ফুল রসে ভরা ফল প্রসঙ্গে

৫ নভেম্বরের জঙ্গিপুর সংবাদে কল্যাণকুমার পালের 'বাসে ভরা ফুল রসে ভরা ফল' লেখাটা ভাল লাগল। একালে ফলফুলরা তাদের চরিত্র হারাচ্ছে বলে তাঁর মনে হয়েছে। আমার মনে হয় ফুলফলের ধাত্রী যিনি সেই প্রকৃতিদেবী-ই তার চরিত্রটা হারিয়েছেন। এখন শ্রাবণ ভাদ্রে কৃষ্ণচূড়ার দু'একটা ডাল লালফুলে ভরে যায়। হেমন্তে গন্ধরাজ ফোটে। অথচ সেকালে বসন্ত গ্রীষ্মই শুধু ঐসব ফুলের বরাত নিত। এবছর পুজো সাতসকালে এসে চলে গেছে। অথচ তার পরেও সোনা রোদ আর শিউলির তেমন দেখা মেলেনি। শরৎ কখন এল গেল বোঝা গেল না। তৃণমূলেশ্বরী প্রকৃতিদেবী কি এখন পরিবর্ত্তন চাইছেন ? তাই শুধু রসে ভরা ফল আর বাসে ভরা ফুল নয়-গাছগাছালির পাতাতেও যেন পরিবর্ত্তনের ছোঁয়া লেগেছে। সেকালের মতো একালে এখনও মধুর সঙ্গে শিউলিপাতার রস মিশিয়ে রোগীকে ওষুধ খাওয়াতে হয়। কিন্তু শিউলিপাতা একালে আগের চেয়ে অনেক মসৃণ হয়ে উঠেছে। পাতার রঙ-ও যে একটু বেশি সবুজ। পাতার খাঁজকাটা কিনারাও আর আগের মত খরখরে হয় না। এত সব পরিবর্ত্তন দেখেশুনে এই প্রজন্মের ফুলফল পাতার দিকে তাকিয়ে কষ্ট হয়। কার দোষে বেচারাদের এই দশা কে বলবে ?

আশিস রায়, রঘুনাথগঞ্জ

কেমন মজার খেল্ !

শীলভদ্র সান্যাল

(হায়রে) কেমন মজার খেল্ !
সারদা-কাণ্ড নিয়ে দেশে চলছে কী খিটকেল !
এমন কেলেঙ্কারি বাপের-জন্মে দেখি নাই
শেষে কিনা দিল্লি থেকে এল সি-বি-আই
হায় ! সারদার ছত্র-ছায়ায় যারা ছিল খাসা
এবার-দেখি একে একে ভাঙছে-ঘুঘুর বাসা
পাকে-পাকে জট ছাড়িয়ে বার করবে তেল
কেমন মজার খেল্ !

চিটিং বাজের চিট্ ফাণ্ডের দেশ জুড়ে জাল পাতা
সবাই জানে, আসে তো ঠিক, কান টানলে মাথা
কাদায় প'ড়ে পরস্পরে যতই ছোঁড় কাদা
মধু খাবার বেলায় কি হায় ভেবেছিলে দাদা
ফ্যাস্তাকলে প'ড়ে কভু খাটতে হবে জেল ?
কেমন মজার খেল্ !

গাছের পাকা ফল খেয়েছ, কুড়িয়েছ তলা
চুরি ক'রে চোরের মায়ের -এখন বড় গলা
মধ্যরাতে পার্টি ক'রে দিয়েছ-যে চীয়ার
মধুচক্রের মৌমাছিরা এক-গেলাসের ইয়ার
হাওয়া ঘুরে গিয়ে তারাই খেলে বিষম সেল
কেমন মজার খেল্ !

ফেরেপবাজ মহাজনের কেবল বুলি ফাঁকা
ফাঁকি দিয়ে ফাঁক করেছে লক্ষ কোটি টাকা
বে-পরোয়া পরের ধনে করেছে পোদ্দারি
রাজা সেজে খোদার ওপর করেছে-খোদকারি
চোরাবালির মধ্যে পড়েও হয়নি যে আক্কেল
কেমন মজার খেল্ !

সি-বি-আই-এর খোঁচা খেয়ে, হায়, বাপরে বাপ !
গর্ত থেকে বেরিয়ে এল কেঁচো খুঁড়তে সাপ
হায় ! সারদার আদর খেয়ে ছিল বিড়াল পোষা
এখন বনের বাঘ হ'য়ে সে দেখাচ্ছে কী গোঁসা
ঠেলাখানা বুঝছে এবার মহান সে আঁতেল
কেমন মজার খেল্ !

ধ্বংসের পথে আরও দু' কদম

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

সেদিন আর কত দূরে ? যেদিন মানুষের নিজের সৃষ্টির কাছেই পদানত হবে মানুষ--না আর কল্পবিজ্ঞানের অল্প স্বল্প গল্প নয়, একদল বিজ্ঞানী রীতিমতো তাল ঠুকছেন, তারা ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছেন যে, এই শতাব্দীই শেষ, এর পরের শতাব্দীতে অতি মানবিক দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ তৈরী যন্ত্রের হাতেই বাজবে মানুষের মৃত্যুঘণ্টা। না--রোবট টোবট নয়--অ্যাস্মিভের গল্পের পাতা ছেড়ে হাতেকলমে সেই যন্ত্র তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেছে। এমনটাই দাবী করছেন ডঃ রয় কুরজওয়েল। না এঁর কথা হেলাফেলা করার কোন কারণ নেই। ১৯৮০ তে এই কুরজওয়েলই বলেছিলেন, চলতি শতাব্দীতে এমন যন্ত্র আসবে যার সাহায্যে অন্ধরা পড়তে পারবে। কয়েক বছর আগে সেই যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৯০ তে কুরজওয়েল বলেছিলেন দশ বছরে গোটা দুনিয়াতেই ইন্টারনেটের ব্যবহার অস্বাভাবিক হারে বাড়বে, ১৯৯০ তে ভারতে ইন্টারনেট প্রযুক্তি এলেও তা সীমাবদ্ধ ছিল সামান্য কয়েকটি স্থানে। আজ ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় ইন্টারনেটের প্রয়োগ চলছে। কাজেই কুরজওয়েল হলেন এ যুগের খনা কিংবা নস্ট্রাদামুস। সেই কুরজওয়েল তার একটি বইতে সম্প্রতি লিখেছেন--'একটা সময় এসে যাবে যখন মানুষ আর যন্ত্রের মধ্যে জাগতিক এবং কর্মক্ষমতা কোন দিক দিয়েই কোন পার্থক্য থাকবে না।' তিনি আরও বলেছেন, সেই সময় মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব এবং তাগিদগুলির সঙ্গে প্রযুক্তির মেলবন্ধনে তৈরী হবে এমন এক সত্তা যা বাস্তবে যন্ত্র হয়েও কাজ করবে মানুষের মতই। অতএব সেদিন আর বেশী দূরে নেই। কুরজওয়েল রীতিমতো অঙ্ক কষে বলছেন এই শতাব্দীই শেষ।

এই নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বসেছিল এক আলোচনাচক্র। ফিউচার অফ হিউম্যানিটি ইনষ্টিটিউট এর এই চারদিনের আলোচনা চক্রের শেষ দিনে এই নিয়েই রীতিমতো তোলপার হয়েছে। ডঃ নিক রোস্ট্রাম একজন দার্শনিক তথা গবেষক। তার দাবী, মানুষের চেয়ে চালাক এমন কিছু অস্তিত্ব মানুষের চেয়ে শক্তিশালী হবে। যদি এমন হয় তবে গোটা মানব সভ্যতাই ধ্বংস হবে। সি এন এনে রোস্ট্রাম বলেছেন, মানব সভ্যতার পক্ষে ভয়ঙ্কর এ জাতীয় কাজ ইতিমধ্যেই চলছে। আর তার পরিণতি মারাত্মক। আমরা যা মানুষের আয়ত্ব তাই করলেই সবচেয়ে নিরাপদে থাকবো। মানুষের সীমাবদ্ধতা মেনে নেওয়াই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। ট্রান্সহিউম্যানিস্ট অর্থাৎ যারা মানুষের চেয়েও চালাক যন্ত্র বানাতে চান তাদের এটা বোঝা উচিৎ যে বায়োটেকনোলজি, মলিকিউলার ন্যানোটোকনোলজি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এ সব পরীক্ষার পক্ষে ভাল--বাস্তবে ভয়ানক। এতই যখন গবেষণার শখ তবে বিজ্ঞানীরা মন দিন মানুষের দেহের গঠন রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রণ এসব নিয়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে এই পৃথিবীকেই সুস্থ বাসযোগ্য করা হোক। প্রাকৃতিক নির্বাচন আর বিবর্তনের ধারণাকে ভুল পথে চালানোর অপপ্রয়াস বন্ধ করার পক্ষে জোরাল সওয়াল তুলেছেন ডঃ নিক রোস্ট্রাম।

কিন্তু তার কথায় কি আসে যায় ? খোদ পেন্টাগনই তো এ জাতীয় নানা গবেষণার অর্থ সরবরাহ করছে। ৪০ লক্ষ ডলার টাকা ঢেলেছে পেন্টাগন। আর তা দিয়ে ক্যলিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্ণেগী মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা যৌথ উদ্যোগে নেমে পড়েছেন মানুষের মন বিশ্লেষণে। শুনে অবাক হবেন না--সে দিনও আরও বেশী দুরে নেই। আপনার মাথায় একটা হেলমেট বসানো হবে--তার থেকে যোগ করা থাকবে অনেক তার। আর সেই তার যুক্ত থাকবে কম্পিউটারের সঙ্গে। যন্ত্র চালু হলেই পর্দায় ফুটে উঠবে আপনি কি ভাবছেন ?

তারপর ? পেন্টাগন প্রেরিত সৈন্যরা বন্দী করবে বিপক্ষ দেশের সৈন্যদের কাউকে। আর তার মুখ থেকে কথা বার করার জন্য আবু খাইবের জেলখানার অত্যাচারের প্রয়োজন নেই। যন্ত্রই করে দেবে তার কাজ। আর মানবাধিকার কর্মীদের মাথাব্যথা থাকবে না। মোমবাতি বিক্রেতাদেরও কষ্ট করতে হবে না। এর প্রধান দায়িত্বে আছেন মাইকেল ডি জুমরা। তার দাবী, এই প্রযুক্তি ব্যবহার করার কাজে নিযুক্ত লোকদের প্রচুর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তবে এ খবর ফাঁস হতেই কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, যেমন ভার্জিনিয়ার প্রতিরক্ষা গবেষণাগারের গ্লোবাল সিকিউরিটির প্রধান জন পাইক। তাঁর মত, এ গবেষণা আপাতত চিন্তা-ভাবনার স্তরেই রয়েছে।

কিন্তু চিন্তাভাবনার সেই গন্ডিটা কি রকম ? সেই কুরজওয়েল বলছেন, ইলেকট্রনিক্স এর চেয়ে মানুষের মস্তিষ্ক কয়েক লক্ষ গুণ ধীর। আর তার জোরে মানুষ এক সময় পারবে না যন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে। বিপদের রোগব্যাধির ওজর আপত্তি শুনে কুরজওয়েলের জবাব, বায়োটেকনোলজি আগামী দিনে মানুষের বয়সের বৃদ্ধি থামিয়ে দেবে। আর সমস্ত রোগ নিয়ন্ত্রণের কৌশলও তাদের দখলে চলে যাবে। তাঁর দাবী, এর আগে দেহের ভিতরের কত কিউবা টিউমারের স্থান নির্ধারণে ন্যানোটেকনোলজি প্রয়োগ সাফল্য পেয়েছে। পাকিনসন ব্যাধির নিরাময়ে মস্তিষ্কে মটরদানার আকারের চিপস্ বসালে নিউরনের জটিলতা হ্রাস পাচ্ছে। এসবই কুরজওয়েলের ভাষায় মানুষকে যন্ত্রনির্ভর করে তোলার পথে হাঁটা। আর এরই শেষ ধারা মানুষ আর যন্ত্র দুইয়ের মধ্যে কোন ফারাক না রাখা--কারণ ? কুরজওয়েলরা বলছেন, এ জগতে শেষ কথা হলো বুদ্ধিমত্তা--যার বুদ্ধি কম অর্থাৎ মানুষদের এবার যাবার পালা আসন্ন। আর যে কেউ বলছেন মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ এর কথা--সর্বনাশের কান্ডারীরা বলছেন যে কোন বিষয়েরই ভাল খারাপ দুইই থাকে। প্রযুক্তিরও আছে।

মানুষের ছাপ তুলে একই রকম মানুষ বানানোর প্রযুক্তি বেরিয়ে গেছে। এবার বের হবে মানুষের চেয়েও উন্নত কিছু তৈরী করা--তারপর ? আগামী দিনের সায়েন্স সিটিতে মানুষের মডেল নড়াচড়া করবে।

প্রকৃতি দেবী ..... (২ পাতার পর)

বা সন্ধান পাওয়া যাইত। সরকার পক্ষ হইতে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় প্রস্তাবটি মাঠে মারা যায় অর্থাৎ অগ্রাহ্য হয়। দুর্নীতির মুরুব্বী যে কত বেশী তা বোঝা যাচ্ছে। দুর্নীতি কে বন্ধ করিবে ! আমরা ঔষধের বিজ্ঞাপনে দেখিয়াছি--দুটি ছবি। একটি ঔষধ সেবনের পূর্ব্বাবস্থা একটি সেবনের পরাবস্থা। অনুসন্ধান না করিয়াই আমরা প্রায় দেখি চাকরী পাইবার আগেকার কোটের বোতাম চাকরী পাওয়ার ছ'মাস পরে আর লাগানো যায় না। মাঝে ৪ আঙ্গুল ফাঁক থাকে। এ চোর সরকার না ধরিলেও প্রকৃতি দেবী তাহার অর্থ বৃদ্ধির সঙ্গে মেদ বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া লোকচক্ষে প্রকাশ করিয়া দিলেন। মুরুব্বীরা ইহা বন্ধ করিতে পারেন নাই। প্রকাশকাল : ১৩৭৫ সাল

ফুলতলা সুপার ..... (১ পাতার পর)

মধ্যে ঘর বণ্টনের প্রক্রিয়া শেষ হলেও ফ্রটের কিছু ঘর নিয়ে একটা সংশয় চলছে। ঘরের টাকাও ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করেননি। মার্কেট কমপ্লেক্স উদ্বোধন নিয়ে আর টালবাহানা হবে না। এ কথা জানান পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম।

বালিঘাটায় মদ-জুয়ো..... (১ পাতার পর)

কুমার মীনার সাথে দেখা করে তাদের করুণ অবস্থার কথা জানান। মহকুমা শাসক আবগারী বিভাগকে এই ধরনের অবস্থা রুখতে নির্দেশ দেন। কয়েকদিন এলোপাথারি মদ-জুয়োর প্রচলন বন্ধ থাকলেও তা বেশী দিন কার্য্যকরি হয়নি। এই প্রসঙ্গে বিকাশ নন্দ জানান, ঐ সব দুঃস্থ পরিবারের দিকে তাকিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে রিক্সাভ্যান বার করে দিয়ে নিজেই অসুবিধায় পড়ি। জুয়োতে হেরে নতুন ভ্যান বিক্রী করে দিয়ে চুরি গেছে বলে কুমীর কান্না শুরু করে। এখানকার মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য এলাকাটা অবক্ষয়ের দিকে চলে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, ওখানকার প্রাইমারী স্কুলের পাশের বাগানে, তরকারি বাজারের নীচে নিরিবিলি জায়গায় এরা প্রকাশ্যে মদ-জুয়োর আসর বসায় নিয়মিত। গুজিরপুরের কয়েকজন ঘোষও ঐ আসরে যোগ দেয়। আগে অনেক চাকরীজীবী পরিবার বালিঘাটায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন। বর্তমান পরিবেশে আর তেমন কেউ থাকেন না। মদ-জুয়োর পয়সা যোগাড় করতে ছোট খাট চুরিও শুরু হয়েছে ওখানে। স্থানীয় কেউ কেউ মন্তব্য করেন। বালিঘাটার হাতে গোণা ৬/৭ জনকে জব্দ করলেই পরিবেশ ফিরে আসবে। এলাকার শান্তি বজায় থাকবে। সম্প্রতি সর্বদলীয় সভায় এলাকার শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখতে ২০ জনের একটা কমিটি তৈরী হয়েছে। তারাও বালিঘাটার এই দূষিত পরিবেশ মোচনে নড়েচড়ে বসুন।

জঙ্গিপুর মহকুমা ..... (১ পাতার পর)

হক, সাগরদিঘী ব্লকে মতিউর রহমান, জঙ্গিপুর পৌরসভায় গৌতম রুদ্র ও আসরাফুল হক এবং ধুলিয়ানে মেহেবুব আলমকে সভাপতি করা হয়েছে। জঙ্গিপুরে অমরনাথ চ্যাটার্জীকে জঙ্গিপুর পৌরসভার সভাপতি করার কথা থাকলেও অনুমোদন দেওয়া হয়নি। রাজনৈতিকভাবে জঙ্গিপুর মহকুমায় সোমেন পাণ্ডে, মুক্তিপ্রসাদ ধর এবং পরেশ সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। গুঞ্জন উঠেছে পুরাতন তৃণমূলীদের সরিয়ে একজন একদা কংগ্রেসী নেতৃত্বের উপর মান্নান ভরসা করে জেলায় সংগঠন বৃদ্ধি করতে চাইছেন। ফলে দলে উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। যা আগামীতে দলের শ্রীবৃদ্ধিতে অন্তরায় বলেই অনেকে মত প্রকাশ করেন। তাই এই মুহূর্তে শক্ত হাতে সংগঠনের রাশ না ধরলে মুর্শিদাবাদে ঘাসফুল ফোটানো কঠিন বলেই ধারণা।

লেবেল ক্রসিং ..... (১ পাতার পর)

এবং ওখানকার নিযুক্ত কর্মীদের অন্যত্র বদলিও করে দেয়া হচ্ছে। ঘটনাটা কার্য্যকরী হলে রিক্সা, অটো বা টুকটুকে ২নম্বর প্লাটফর্মে যাবার ব্যবস্থা থাকলেও টিকিট বা ১নম্বরে গাড়ী ধরার প্রয়োজনে এক লাইন পার হয়ে অথবা উচু ওভারব্রীজ দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। যার ফলে বয়স্ক বা অসুস্থদের রীতিমতো হ্যাপা পোহাতে হবে। রেলযাত্রী ও আশপাশ অঞ্চলের মানুষের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে রেল কর্তৃপক্ষের লেবেলক্রসিং চালু রাখা প্রয়োজন। যেমন মালদা রথবাড়ীতে ওভার ব্রীজের গা ঘেঁষে লেবেলক্রসিং চালু আছে।

অটোর দৌরাত্ম্য ..... (১ পাতার পর)

স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি চালাচ্ছে। মধ্যে বসছে চার জন, পেছনে চার, দাঁড়িয়ে ২/১ জন। অর্থৎ আইনের চোখে ৪ জন বেশী বহন করছে। সিভিক ট্রাফিক পুলিশ কেউ দেখেনা। ট্রাকটার পিছু নাকি এদের মাসোহারা বন্দোবস্ত দু'হাজার টাকা। শহরে যখন খুশী ঢুকবে, মাল তুলবে, ফেলবে। পৌরসভা কয়েকটি রাস্তায় ট্রাকটার, অটো, টুকটুক, লরী, নিষিদ্ধ করে বোর্ড টাঙিয়েছে। তাদের দায়িত্ব শেষ। সব যথারীতি চলছে। যে কোন সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় একসঙ্গে বেশ কয়েকটা প্রাণ চলে যেতে পারে। তাতে পুলিশ বা প্রশাসনের পরিবারও থাকতে পারে। উমরপুর বা জঙ্গিপুর রেলষ্টেশন থেকে তারা যা ইচ্ছে তাই ভাড়া আদায় করছে। এদের ভাড়া, গতি যাত্রী পরিবহন সংখ্যা বেঁধে দেবে কে ? না জীবনের দাম নেহাত কমে গেছে, লালবাতি নেই বলে। হাসপাতাল মোড়ে ডিভাইডার মধ্যে দু'দিকে তিন ও চার চাকা দাঁড়িয়ে। কে বলবে ?

প্রয়াসীর প্রয়াস স্রেফ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে ১৭ নভেম্বর দু'ঘন্টার এক আলোচনাসভার উদ্যোগ নেয় 'প্রয়াসী'। সেখানে হিন্দুবিদ্বেষী কথাবার্তাই বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়, যা এই সম্প্রদায়ের অনেককেই ব্যথিত করে। সেদিনকার বিষয় ছিল 'সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস এবং নির্মূল করার পথ'। সেখানে জনৈকা বক্তা বর্ণালী মুখার্জী উল্লেখ করলেন 'দশরথের তিনটি বিবি' অথচ হিন্দুরা বলে মুসলমানদের চারটে বিয়ে, ৪০টা বাচ্চা'। এছাড়া তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ভারতভাগ করেছিল হিন্দু মহাসভা -- মুসলমানরা নয়। তাই অনেকের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে এইসব বক্তাদের কারা স্পনসর করে ? এপিডিআর-এর এক নেতা সনৎ কর বললেন, মুর্শিদাবাদে হিন্দু ২৯ শতাংশ। কোথাও তো দাঙ্গা হচ্ছে না ? খাগড়াগড়ে যা হয়েছে তা এমন কিছু নয়, মিডিয়ায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরী করছে। গিয়াসুদ্দিন তাঁর বক্তব্যে উভয় সম্প্রদায়ের ত্রুটি তুলে ধরতে গিয়ে নাম করে বিজেপি দল ও মোদীকে সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করলেন অথচ খবর, কোন দলের বিরুদ্ধেই বিষোদগার করার কথা ঐ সভায় ছিল না। তাই অনেকের নাম ঘোষণা করলেও তাঁরা অনুষ্ঠানে যাননি।

Wanted two feamle teachers for Raghunathganj Girls' H.S. School. P.O.- Raghunathganj, District Murshidabad in deputation vacancy upto 30.6.15
i) Philosophy Hons/PG (pref B.Ed) Reserved for S.C
ii) Economics Hons/PG (pref B.Ed) General
Apply to the Secretary within 7 days from the date of advertisement with attested Xerox Copies of all testimonials (2 sets)
Pin No. 742225

অগ্রহায়ণ এবং
মাঘ-ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড নিতে সরাসরি চলে আসুন
নিউ কার্ডস ফেয়ার
দাদাঠাকুর প্রেস
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে
হোটেল ইন্ডিগো
(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩
সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।